দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 24 2002

বগুড়ায় মেডিক্যাল, দিনাজপুরে কৃষি, রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও রংপুরে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন

বর্তমান সরকার বগুড়া জেলা শহরে অবস্থিত শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজটিকে এর বর্তমান চত্বর থেকে শহরতলীতে নতুন স্থান নির্বাচন করে পৃথক ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঢাকা শহরে বিগত সরকারের সময়ে আইপিজিএমআর প্রতিষ্ঠানটিকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। দেশের পশ্চাৎপদ রাজশাহী-বগুড়া-পঞ্চগড় অঞ্চলে দ্বিতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন। একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। বগুড়া শহর রাজশাহী বিভাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখানে মেডিক্যাল কলেজটিকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলে একদিকে যেমন সাধারণ পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তেমনি অন্যদিকে উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা যাবে। ফলে রাজশাহী বিভাগের জনগণ, বিশেষ করে বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, পাবনা এবং নওগাঁ জেলার বাসিন্দাগণ, বিশেষ করে সাধারণ পরিবারের রোগীরা কম খরচে উন্নতমানের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের ট্রপিকাল/সাব ট্রপিকাল রোগসমূহের সুচিকিৎসার জন্য গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে এবং বিদেশী সাহায্য পাওয়া সহজতর হবে। উল্লেখ্য যে, গলগন্ড, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি এই অঞ্চলের রোগসমূহের ওপর গবেষণা ও সুচিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টিও করা যাবে। আর তাই বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজটিকে রাজশাহী বিভাগীয় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে। রাজশাহী বিভাগের একমাত্র বড় আকারের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি কলেজটিকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তথা রাজশাহী বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। একে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত কৃষি উন্নয়নমুখী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হলে তুলনামূলক অনুর্বর জমি এবং বন্যামুক্ত এলাকার সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা, শিক্ষা, চাষী প্রশিক্ষণ, প্রজনন ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন, সম্প্রসারণ শিক্ষা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বন্ধুসুলভ দেশসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/ নেদারল্যান্ড/ভারতীয় (মাদ্রাজ) কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খসড়া আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করাই সমীচীন। বৃহত্তর দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি এর বাজেট ও জনবলসহ দিনাজপুর কৃষি কলেজ চত্বর থেকে স্থানান্তর করে ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের সন্নিকটে ঠাকুরগাঁও চিনিকলের খামার থেকে ৫০ একর অনুর্বর জমি সহজেই অধিগ্রহণ করা যাবে। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে বিলুপ্ত ও এর সমস্ত সম্পদ আত্মীকরণ করে বিআইটি, রাজশাহী রূপান্তর করা হয়েছে। ঢাকার বুয়েট ও বিআইটিসমূহ দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। রাজশাহী বিআইটি মূলত একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহত্তর বিভাগ রাজশাহী অঞ্চলে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। অনেক কম খরচে সহজেই রাজশাহী বিআইটিকে উন্নীত করে উত্তর বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর করা সমীচীন। ১৬ জেলা সমন্বয়ে গঠিত রাজশাহী বিভাগে মাত্র একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। সুদূর পঞ্চগড়/ ঠাকুরগাঁও/ লালমনিরহাট/ কুড়িগ্রাম/ গাইবান্ধা এমনকি দিনাজপুর ও নীলফামারী এলাকা থেকেও আসা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত ও রাজশাহী শহরের সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বেশ কষ্টসাধ্য, যা মূলত ঢাকাগামী ও ব্যয়বহুল। কম অর্থ বিনিয়োগ করে রংপুর সরকারী কারমাইকেল কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান অনুষদ চালু থাকবে বিধায় এ ক্যাম্পাসে প্রস্তাবিত নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটিকে তার বাজেট ও জনবলসহ উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে অনুন্নত বরেন্দ্র অঞ্চলের পত্নীতলা-সাপাহার উপজেলা এলাকায় স্থাপন করা সমীচীন হবে বলে আমরা মনে করি। এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস জয়পুরহাট জেলায় স্থাপন করা যেতে পারে। জয়পুরহাট রেল কেন্দ্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তরে যোগাযোগ অনেক সহজতর হবে। বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডাঃ আবুল খায়ের,
বগুড়া,
কৃষিবিদ সাইদুর রহমান,
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর,
প্রকৌশলী আমানুল্লাহ,
রাজশাহী।